তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৬২৪

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ বৈশাখ (১ মে) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ০ দশমিক ৪১ শতাংশ। এ সময় ৭৩৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৬০৫ জন।

#

সুলতানা/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/২১৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬২৩

**গণমাধ্যমের বিদ্যমান ধারা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে**

 **---মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৮ বৈশাখ (১ মে) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় প্রচলিত গণমাধ্যমের বিদ্যমান ধারা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্রমবিকাশে আগামী দিনগুলোতে কাগজের পত্রিকা থেকে তথ্য খুঁজে নেওয়ার অবস্থাও বিরাজ করবে না। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই প্রতিমূহুর্তে সংবাদ আপডেটের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই পাঠকের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। এক সময়কার অডিও, প্রিন্ট ও টিভিভিত্তিক গণমাধ্যম এখন ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিস্তার লাভ করছে। আর এই অবস্থা কেবল সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যই নয়, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংবাদিক সমিতি-ঢাকা আয়োজিত বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রয়াত স্মরণীয় বরণীয় সাংবাদিক স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংবাদিক সমিতি-ঢাকা’র সভাপতি মোল্লা জালাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, এমপি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, সাবেক সিনিয়র সচিব আবদুস সামাদ, সাংবাদিক নেতা মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, কুদ্দুস আফ্রাদ, সাংবাদিক ফায়জুস সালেহীন, ইউসুফ শরীফ প্রমুখ ।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী স্বাধীনতার পর সাংবাদিকতার রূপান্তর ঘটেছে উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সম্মান করতেন। তিনি দেশে সাংবাদিকতার বিকাশে অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সাংবাদিকদের মধ্যে মত ও পথের ভিন্নতা থাকলেও সাংবাদিকতার স্বার্থে সবাই ছিলেন আপসহীন। অবিভক্ত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফা জব্বার বলেন, স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আমি যখন সাংবাদিকতা শুরু করি তখন ৫ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ছাড়া জাতীয় প্রেসক্লাবে তরুণ সাংবাদিকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো। আমরা সেই নিয়ম পরিবর্তনে বাধ্য করি এবং নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি করে তরুণ সাংবাদিকদের প্রেসক্লাবে প্রবেশাধিকার প্রদানে সমর্থ হই।

মন্ত্রী বলেন, বৃহত্তর ময়মনসিংহের মাটিই কেবল উর্বর নয়, সাংবাদিকতা, শিল্প সাহিত্যে এই অঞ্চলের মানুষের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কাদা মাটি মেখে রাজধানীতে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন শেষে আমি নিজেও এই জাতির জন্য কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পেরে বৃহ্ত্তর ময়মনসিংহের মানুষ হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মন্ত্রী সাংবাদিক হিসেবে প্রয়াত আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, খোন্দকার আবদুল হামিদ, সৈয়দ নুরুদ্দীন, হাসান হাফিজুর রহমান, মীর নুরুল ইসলাম, আতাউস সামাদ, রাহাত খান, আসাফ উদ্দৌলা, বজলুর রহমান, ফকির আশরাফ, রফিক আজাদ, শফিউল হক প্রমুখের অবদান তুলে ধরেন। তিনি নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের নিজেদের প্রতিভার বিকাশে তাদের জীবনী ও লেখনী অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান। তিনি প্রয়াত সাংবাদিকদের ন্যায় ঐ অঞ্চলের জীবিত সাংবাদিকদের জীবনী সমন্বিত করে একটি বিশেষ প্রকাশনা তৈরির জন্যও আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাংবাদিকদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন আবুল মনসুর আহমদ, হাসান হাফিজুর রহমান, রাহাত খান, রফিক আজাদ এর মতো দেশবরেণ্য সাংবাদিকগণ। সাংবাদিকদের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠতা ও সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান যুগ প্রচার-প্রসারের যুগ। আর এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন সাংবাদিকগণ। প্রতিমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, সাংবাদিকগণ মূল ধারার সংবাদের পাশাপাশি দেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির সংবাদও গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করবেন।

পরে কেক কেটে ময়মনসিংহ জেলা প্রতিষ্ঠার ২৩৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

#

শেফায়েত/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/২২১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬২২

**নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে**

 **--- পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

সিরাজগঞ্জ, ১৮ বৈশাখ (১ মে) :

 পানি সম্পদ উপমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। কিন্তু ৭১’র পরাজিত শক্তি খুনি মোস্তাক-জিয়ারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির রাজনীতি শুরু করে।

 আজ সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর তীরে পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত ‘মুক্তির সংগ্রাম’ ভাস্কর্যের উদ্বোধন শেষে এক সুধী সমাবেশে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এনামুল হক শামীম বলেন, খুনি জিয়া স্বাধীনতাবিরোধী ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পুনর্বাসন করে। তাদের দেশ-বিদেশে উচ্চ পদে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকে বন্ধ করে দেয়। দেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়। বহু মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর পর খালেদা জিয়াও রাজাকারদের এমপি-মন্ত্রী করে একই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

 উপমন্ত্রী আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশের কাতারে যেতে চাই। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতি সাধারণ ও গণমানুষের জন্য। গরিব-দুঃখী-মেহনতি মানুষের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতি করেন। তাঁর হাত ধরেই গরিব-মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশের সংকটে, যে কোনো দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকেন। এ কারণেই জননেত্রী শেখ হাসিনা হচ্ছেন মাদার অভ্ হিউম্যানিটি।

 উপমন্ত্রী জানান, নদীভাঙন রোধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় সিরাজগঞ্জে প্রায় ৫ হাজার ৯শ’ কোটি টাকার প্রকল্প চলছে। ইতিমধ্যে ২১শ’ কোটি টাকার প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। বাকিটা অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

 সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক মীর মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান, দেশবরেণ্য কথা সাহিত্যিক ড. জাফর ইকবাল, ‘মুক্তির সংগ্রাম’-এর ভাস্কর শিল্পী হামিদুজ্জামান খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার।

 পরে উপমন্ত্রী সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে বৈঠক করেন।

#

গিয়াস/পাশা/আরমান/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/২০৪৫ঘণ্টা

‍ তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর: ১৬২১

**শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই উন্নত বাংলাদেশ গড়তে চায় সরকার**

 **--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর) ১৮ বৈশাখ (১ মে):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, আমাদের সকলকে ঐক্য ধরে রাখতে হবে। বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করতে হবে। আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, মহান মে দিবসের অঙ্গিকার বাস্তবায়ন হবে। বর্তমান সরকার সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যেই কাজ করছে। সরকার শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই উন্নত বাংলাদেশ গড়তে চায়।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জস্থ জয়বাংলা ভাস্কর্যের পাদদেশে সম্মিলিত শ্রমিক ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মহান মে দিবসের শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মে দিবসের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। এই সংগ্রাম নীরব। এক সময়ে একজন শ্রমিক এক বেলা ভাতের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করেছে। কিন্তু সেই চিত্র এখন আর নেই। দিন বদলে গেছে, বাংলাদেশ বদলে গেছে। এ দিনবদলের অন্যতম কারিগর হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জীবনযাত্রার মান বাড়ার পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরিও বেড়েছে। তিনি দিনাজপুরের একমাত্র ভারী শিল্প সেতাবগঞ্জ চিনিকল দ্রুত সময়ে নতুন ব্যবস্থাপনায় চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, এই চিনিকল নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়েছে, আমরা সেই রাজনীতি থেকে বের হয়ে এসেছি। নতুনভাবে এই চিনিকলটি দ্রুত সময়ে চালুর ব্যবস্থা করা হবে।

বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছন্দা পাল, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ আসলাম. উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী তুহিন, শ্রমিক নেতা মানিকুল ইসলাম, মুক্তা, মোঃ আলম প্রমুখ।

 পরে প্রতিমন্ত্রী দিনাজপুরের বিরল বাজারে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ও মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে বিরল উপজেলার সকল সম্মিলিত শ্রমিক সংগঠন আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। তিনি বিরলে উপজেলা সম্মিলিত শ্রমিক সংগঠন আয়োজিত র‌্যালিতে অংশ নেন।

প্রতিমন্ত্রী বিকেলে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে মহেশপুর আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মৃতি ভাস্কর্য ‘সিধু-কানু’ উদ্বোধন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/লিখন/২০২৩/১৬৪৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৬২০

**এক বছরেই সরিষার উৎপাদন বেড়েছে ৩ হাজার কোটি টাকার**

ঢাকা, ১৮ বৈশাখ (১ মে) :

ভোজ্যতেলের চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথম বছরেই দেশে সরিষার আবাদ বেড়েছে ২ লাখ হেক্টর জমিতে ও উৎপাদন বেড়েছে ৩ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন। তেলের হিসেবে ১ লাখ ২১ হাজার মেট্রিক টন তেল বেশি উৎপাদিত হয়েছে। আর প্রতিলিটার তেলের মূল্য ২৫০ টাকা করে হিসেব করলে এক বছরেই উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা।

 কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেবে গতবছর সরিষা আবাদ হয়েছিল ৬ লাখ ১০ হাজার হেক্টর জমিতে, এবছর হয়েছে ৮ লাখ ১২ হাজার হেক্টর জমিতে। গতবছর উৎপাদন হয়েছিল ৮ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন, এবছর হয়েছে ১১ লাখ ৫২ হাজার টন। এক বছরেই উৎপাদন বেড়েছে শতকার ৪০ ভাগ।

দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে প্রায় ২৪ লাখ টন। এর মধ্যে সরিষা, তিল ও সূর্যমুখী হতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় মাত্র ৩ লাখ টন, যা চাহিদার শতকরা ১২ ভাগ। বাকী ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। সেজন্য, ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে ৩ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে কৃষি মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ধানের উৎপাদন না কমিয়ে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ১০ লাখ টন তেল উৎপাদন করা হবে, যা চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ। এর ফলে তেল আমদানিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মধ্যে সরিষা, তিল, বাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখীসহ তেলজাতীয় ফসলের আবাদ তিনগুণ বৃদ্ধি করে বর্তমানের ৮ লাখ ৬০ হেক্টর জমি থেকে ২৩ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে উন্নীত করা হবে। তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বর্তমানের ১২ লাখ টন থেকে ২৯ লাখ টনে এবং তেলের উৎপাদন বর্তমানের ৩ লাখ টন থেকে ১০ লাখ টনে উন্নীত করা হবে।

 এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৩টি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। বর্তমানে আবাদকৃত টরি-৭, মাঘী, ডুপিসহ স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উচ্চফলনশীল সরিষার জাত বিনা-৪, ৯, বারি ১৪, ১৭ প্রভৃতি জাত ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়ত অনাবাদি চরাঞ্চল, উপকূলের লবণাক্ত, হাওড় ও পাহাড়ি অঞ্চলকে তেলজাতীয় ফসল চাষের আওতায় আনা হচ্ছে। তৃতীয়ত, নতুন শস্যবিন্যাসে স্বল্প জীবনকালের ধানের চাষ করে রোপা আমন ও বোরোর মধ্যবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে সরিষার চাষ করা হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্র্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জনানো হয়, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে নানারকম প্রণোদনা। এর ফলে প্রথম এক বছরেই প্রায় ২ লাখ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

#

কামরুল/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/শামীম/২০২৩/১৩৩২ ঘণ্টা